ছেলেবেলার টানে।

সুন্দর শ্যামল ওই পল্লীর প্রাঙ্গণে
কেটেছে শৈশব মোর প্রফুল্ল-আননে ;
সরল শিশুরা সব ছিল সাথী মোর
তাদের স্নেহেতে ছিল পরাণ বিভোর ;
প্রভাতে তাদের সাথে পশি পুষ্পবনে
ভরেছি ফুলের সাজি কুসুম-চয়নে—
দুপুরে গাছের ছায়ে রাখালের বেশে
গেয়েছি কতই গান মনের হরষে—
সন্ধ্যার ধূসর ছায়ে "ধবলী"রে নিয়ে
ফিরিছি গৃহের পানে হাসিয়ে হাসিয়ে—
নিশীথে আঙ্গিনা-তলে দিদিমা'রে ঘিরে
শুনেছি কতই গল্প পুলক-অন্তরে—
তাই আজও মাঝে মাঝে অবসর-ক্ষণে
ছুটে যাই পল্লীপানে—ছেলেবেলার টানে।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

আমার খেদ।

পদ্য লিখে কবি হবার
সাধটা সদা মনে জাগে।
কলম নিয়ে ব'সে দেখি
বাধ বাধ বড়ই লাগে॥
'চয়নিকা' 'গীতাঞ্জলি'
ঘরেতে সব আছে কেনা।
দুই একটা ছোট খাট
কবির সাথে আছে চেনা॥
'রবিঠাকুর' 'হেমচন্দ্র'
সব নাম ত' মনে গাঁথা!

তবে কেন কলম হ'তে
বেরোয় নাকো কোন কথা ?
কবির মত কালো চুল
মাথায় আমার আছে তরা।
কবির মত মোহনবেশ
কবিদেরি ঢঙেই পরা ॥
কবির ভাবে হাসি কাসি
চলন কবির পানা।
তবে কেন ভাষায় গুলে
দিইনা ভাবের আলপানা ?
'চাঁদের আলো,' 'ফুলের হাসি'
'ছায়া-ঢাকা', অশোক-বীথি।
জাগায় প্রাণে ভাবের নেশা
ঢালে প্রাণে কতই গীতি ॥
এত ক'রেও কলম হ'তে
পদ্য ত' আর হয় না বাহির।
কবি ব'লে নামটী আমার
হয়না দেখি আর জাহির ॥
দুপুর রাতে নীলাকাশে
চেয়ে দেখে' চাঁদের হাসি।
মুগ্ধ হ'য়ে কলম নিয়ে
পদ্য আমি লিখ্‌তে বসি ॥
ভাবের পরী ধীরে ধীরে
ঢুলায় আমার আঁখি।
হায় ! পাখীর ডাকে জেগে দেখি
পদ্য আমার বাকী ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।